শরৎকুমারী।

নীতিগর্ভ কাব্য।

—ঃ❀ঃ—

সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠার্থে

শ্রীসর্ব্বানন্দ রায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা

বঙ্গহিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৩২

শরৎকুমারী।

নীতিগর্ভ কাব্য।

—:*:—
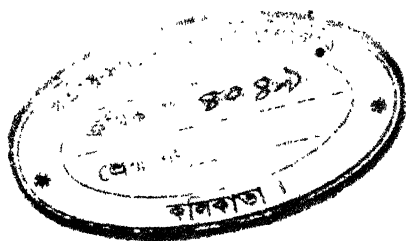
সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠার্থে

শ্রীসর্ব্বানন্দ রায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

বঙ্গহিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৩৪

মূল্য ॥০ আট আনা।

বিজ্ঞাপন।
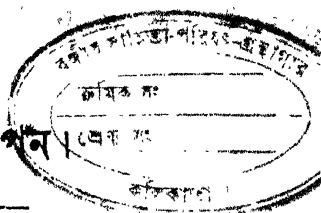
বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ ভূমির সৌভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালা ভাষার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, এবং অনেকেই প্রযত্নাতিশয় সহকারে উহাতে কৃতকার্য্য হইতেছেন। জগদীশ্বর যদিও আমাকে তাদৃশ ক্ষমতা প্রদান করেন নাই, তথাপি অন্যের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আমার নীতিগর্ভ এক খানি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি ও উৎসাহ জন্মে। কেবল উপদেশ-ছলে নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলে, নীরস বলিয়া সুকুমারমতিদিগের পঠনপ্রবৃত্তি না জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। এই ভাবিয়া আমি শরৎকুমারী নামে নীতিগর্ভ এক খানি কাব্য রচনা করিলাম। চুঁচুড়া স্থিত বঙ্গভাষানুরাগী স্কটলণ্ডীয় ফ্রিচর্চ্চ সংক্রান্ত মিসনরি মান্যবর শ্রীযুক্ত জন্ এস্ বোমণ্ট এম্ এ, সাহেব মৎপ্রণীত প্রবন্ধ দেখিয়া আমাকে যথোচিত উৎসাহ ও মুদ্রাঙ্কিত করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। অনন্তর

আমি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যা-
ধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে
ঐগ্রন্থ খানি দেখাইলাম, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক
সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আমি কৃতোৎসাহ
হইয়া উক্ত কাব্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।
এক্ষণে পাঠকবর্গের পরিগৃহীত হইলে আমার
পরিশ্রম সফল হয়।

কলিকাতা
১২৬৮ সাল

শ্রীসর্ব্বানন্দ শর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

শরৎকুমারী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক মৃত মহাত্মা উড্রোসাহেব শরৎকুমারীকে স্বীয়বিভাগে বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত করেন এবং তাঁহারই সহায়তায় কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠ-শালার তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগৃহীত হয়। প্রথম মুদ্রিত পুস্তক গুলি অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়, কিন্তু আমি সময়াভাব ও অন্যান্য কারণবশতঃ পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত করিতে সমর্থ হই নাই। যাহা হউক এক্ষণে শরৎকুমারী পূর্ব্ববৎ সর্ব্বসাধারণের অনুগ্রহভাজনহইলে চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা }
১২৮৪সাল }

শ্রীসর্ব্বানন্দ শর্ম্মা।

শরৎকুমারী।
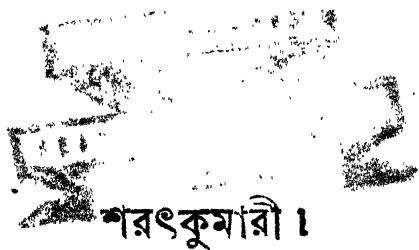
প্রথমসর্গ।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে নর্ম্মদানদীতীরে চন্দ্রপুর নামে এক মনোহর নগর আছে। তথায় চন্দ্রসেন নামে মহাবলপরাক্রান্ত প্রবলপ্রতাপ এক রাজা ছিলেন। মহারাজের রাজ্যশাসনগুণে প্রজাসকল নানা সুখের পার প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজা যখন অশেষগুণসম্পন্ন অমাত্য ও পণ্ডিতবর্গে বেষ্টিত হইয়া সভায় মণিময় সিংহাসনোপরি উপবেশন করিতেন, তখন নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যগত শারদ শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইত। রাজমন্ত্রী এরূপ বুদ্ধিমান ছিলেন যে, যে কোন সঙ্কট উপস্থিত হউক না কেন বিচলিতচিত্ত না হইয়া অনায়াসেই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিতেন।

মহারাজ চন্দ্রসেন এই মন্ত্রীর মন্ত্রণা ও নিজ ভুজবলে ক্রমে ক্রমে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া প্রায় পৃথিবীর

অনেকাংশেই স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্রত, দান ও যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, ভয়ার্ত্তকে অভয়প্রদান, দীনকে প্রতিপালন, মানীর মান রক্ষা করিয়া সকলের প্রিয় ও যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ এবম্বিধ নানা সুখে সুখী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও সংসার সুখসার অপত্য মুখ নিরীক্ষণ না করিয়া সাতিশয় বিষণ্ন ছিলেন।

একদা মধুমাসের সমাগম হইলে উষাকালে যখন দ্বিজ-রাজ ব্যাধরূপ সূর্য্যভয়ে ক্রোড়স্থিত মৃগকে লইয়া অস্ত-গিরি গুহায় পলায়ন করিতেছেন, যখন সরোবরে মরালকুল দলবদ্ধ হইয়া কল কল ধ্বনি পূর্ব্বক সুখে কেলি করিতেছে, যখন স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি সমীরণ নবপল্লব সকলকে আন্দোলিত করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে, যখন পিক প্রভৃতি নানা জাতিপক্ষি-কুল কুলায়ত্যাগে উদ্যত হইতেছে, যখন চক্রবাক প্রিয়তমার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় আহ্লাদে মগ্ন হইয়া পরস্পর সম্ভাষণ করিতেছে, যখন মত্ত অলিকুল মধুলোভে ব্যাকুল হইয়া বিক-সিত কুসুম জ্ঞান করিয়া মুকুলিত নলিনীদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, এমন সময়ে মহারাজ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তুরঙ্গ মাতঙ্গাদি চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে সুসজ্জিত হইয়া মৃগয়া প্রস্থান করিলেন। মহারাজের সমভিব্যাহারী সৈন্য

দিগের কোলাহলে, তুরঙ্গদিগের হ্রেষারবে ও মাতঙ্গের বৃংহিতে, দিক সকল কোলাহলময় হইতে লাগিল। এইরূপে গমন করিতে করিতে অনেক ক্ষুদ্র বন অতিক্রম করিলেন।

অনন্তর এক অরণ্যানীতে অনতিদূরে এক মৃগশাবক অবলোকন করিয়া তদনুসরণে অশ্ব প্রেরণ করিলেন, হরিণ-শিশু প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া অতি বেগে বনাভিমুখে গমন করিয়া অনতিবিলম্বে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ গমনে ক্ষান্ত না হইয়া বিপিন মধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। তথাকার তরুলতার ধূমাভ পত্র সকল ও স্থানে স্থানে যজ্ঞবেদি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে কোন মুনির আশ্রম জ্ঞান করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং মনে মনে এই বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি আশ্রমমৃগ বধ করিয়া এখনি মুনির প্রজ্বলিত কোপানলে পড়িতাম, পুনঃ পুনঃ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং অশ্বকে এক বিশালবৃক্ষমূলে বল্গা দ্বারা বন্ধন করিয়া আপনি ঐ বনান্তর্গত এক সুশীতল নির্ম্মল বারিপূর্ণ মনোহর সরসীতীরে নবদূর্ব্বাদলোপবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কোন স্থানে ক্রৌঞ্চমিথুন সুখে কেলি করিতেছে কোন স্থানে নানা রূপ পক্ষিগণ দলবদ্ধ হইয়া সুমধুরস্বরে গান করিতেছে, কোথাও বা শিখিগণ স্ব স্ব পুচ্ছ বিস্তার

করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এমন সময়ে চতুরঙ্গবলের সেনাপতিরা রাজাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় বচনে বলিতে লাগিল, মহারাজ! আপনি মৃগপশ্চাতে ধাবমান হইয়া দৃষ্টি পথের অতীত হইলে, আমরা আপনকার নানা বিপদাশঙ্কা করিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছিলাম, যেহেতু অনেক মায়াবী মৃগরূপ ধারণ করিয়া মৃগয়ার্থিব্যক্তিদিগকে বিবিধ প্রকার বিপদে নিক্ষেপ করে। দেখুন, সূর্য্য বংশাবতংস অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের সন্তান শ্রীরামচন্দ্র একাকী মায়াবী কণক-মৃগের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব মৈথি-লীকে হারাইয়াছিলেন। এক্ষণে আপনাকে দৃষ্টি করিয়া আমাদের সে সকল চিন্তা দূরীভূত হইল, আপনার মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল ও আপনার দুঃখেই আমাদের দুঃখ।

রাজা এই সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, তোমরা যাহা বলিলে তাহা অসম্ভব নহে। আমি প্রায় সেইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, কেবল জগৎপাতা জগদীশ্বরের কৃপায় সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। যে মৃগানুসরণে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম সে আশ্রম মৃগ। তাহাকে বধ করিলে আমাকে তদ্দণ্ডে মুনির কোপানলে ভস্মীভূত হইতে হইত। এইরূপে মহারাজ হরিণ শিশুর বিষয়

আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া সেনাপতিদিগকে বলিলেন, তোমরা তপনতাপে অতিশয় তাপিত হইয়াছ, এজন্য এই সরোবরে স্নান ও উপস্থিত ফলাদি আহার করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর।

এই কথা বলিতে বলিতে রাজার অবশিষ্ট সৈন্যেরা কানন মধ্যে উপনীত হইল। তাহাদিগের কোলাহলে তপোবনস্থ জীব সকল শঙ্কিত হইয়া চীৎকার ধ্বনি করিয়া নানাদিকে প্রচণ্ড বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন দিকের লতামণ্ডপ সকল কুরঙ্গশৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, কোন দিকের বড় বড় বৃক্ষ সকল হস্তী ও গণ্ডার প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তুর গাত্র ঘর্ষণে সশব্দে ভগ্ন হইতে লাগিল, এবম্বিধ গভীর শব্দ সকল তপোধনের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক বনস্থ সমস্ত জীবের অস্থিরতা ও উড্ডীয়মান পক্ষিগণের চঞ্চুপুটস্থ শাবকদিগের ব্যাকুলতা দেখিয়া, নীলোৎপল নামক শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস নীলোৎপল! অদ্য কোন পাষণ্ড ব্যাধ অথবা নৃশংস নৃপতি মৃগয়ার্থ আসিয়া তপোবন উৎপীড়ন করিতেছে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি শীঘ্র যাইয়া তাহাকে ক্ষান্ত কর, এবং তাহাকে শীঘ্র তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বল।

নীলোৎপল মুনির আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে গমন করিলেন এবং সমুদায় লোকের মধ্য হইতে দীর্ঘ ললাট, আজানুলম্বিত বাহু ও অসাধারণ শ্রী প্রভৃতি রাজ-চিহ্ন দ্বারা নরপতিকে অনুমান করিয়া, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহারাজও, তাঁহার ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক, গলদেশে যজ্ঞো-পবীত দর্শনে ঋষিকুমার জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম পুরঃসর দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? মুনিশিষ্য বলিলেন, আমি মহর্ষি পুণ্ডরী-কাক্ষের শিষ্য, আমার নাম নীলোৎপল। অদ্য মহর্ষি তপোবনের প্রাণিসংক্ষোভ দেখিয়া, আমাকে আজ্ঞা করিলেন যে, কোন মৃগয়ার্থী আসিয়া বন উৎপীড়ন করিতেছেন, অতএব তুমি ত্বরায় যাইয়া তাঁহাকে বন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বল। এজন্য আমি আপনাকে বলিতেছি; যে, এ আশ্রমে কখন কেহ আসিয়া জীব হিংসা করেন নাই। মহর্ষির মহামহিম গুণে আশ্রমস্থ জীব সকল নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া আসিতেছে, অত্রত্য হিংস্রজন্তুরও হিংসা নাই, সকল জীব পরস্পর বন্ধুভাবে একত্র মিলিত হইয়া ক্রীড়া করে। এক্ষণে আপনি নরপতি, যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

রাজা নীলোৎপলের এই সকল কথা শ্রবণ মাত্র সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, তোমরা অবিলম্বে সৈনা লইয়া অরণ্যের প্রান্তভাগে গিয়া অবস্থিতি কর, আমি মুনিবরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসিতেছি আমার প্রত্যাগমনের বিলম্ব হইলে তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। রাজা এই কথা বলিয়া নীলোৎপল সমভিব্যাহারে ঋষিদর্শনে চলিলেন। পরে মহর্ষির পর্ণশালার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, ঋষিকুমারেরা মুনির চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়া বেদাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। মুনির দেহপ্রভা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হইতেছে, প্রথমে দেখিলেই বোধ হয় যেন, দিনমণি আকাশমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষির আকার ধারণ করিয়া বৃক্ষমূলে মৃগচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট হইয়া বেদার্থব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, ললাটে ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রক, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ও যজ্ঞোপবীত, দর্শন করিবামাত্র যুগপৎ অন্তঃকরণে ভয় ও ভক্তি রসের সঞ্চার হয়। রাজা ক্রমে ক্রমে ঋষির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, গলদেশে বস্ত্র প্রদান করিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিলেন এবং বিনয়বচনে বলিলেন, ভগবন্! আমি না জানিয়া এই অরণ্যে আসিয়া সাতিশয় আশ্রমপীড়া দিয়াছি, অতএব আপনি

অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

মহারাজের এইরূপ বিনীতবচন শ্রবণ করিয়া মুনিবর করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া বলিলেন, বৎস! তোমার সবিনয়বচনে, নম্র স্বভাব ও ধর্ম্ম ভয় দর্শনে, আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে যদি তোমার কোন মনস্কামনা থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া বল, আমি সাধ্যানুসারে সিদ্ধ করিব।

রাজা মুনির এইরূপ করুণাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনে মনে এই বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, বুঝি এতদিনের পর বিশ্বনিয়ন্তা আমার মনোরথ সফল করিবেন; মুহূর্ত্তেক পরে বলিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তবে আমি যেন অচিরাৎ পুত্রমুখ দর্শন করিয়া জীবনকে সফল জ্ঞান করিতে সক্ষম হই, এমত বর প্রদান করুন। রাজা পুত্র কামনা করাতে মুনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস চন্দ্রসেন! তুমি দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ এজন্মে পুত্রমুখ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

রাজা মুনির এই বাক্য শ্রবণমাত্র দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া অতিমৃদুস্বরে বলিলেন, ঋষিরাজ! আমি এজন্মে জ্ঞানাবচ্ছিন্নে কোন দেবতা, ঋষি অথবা ব্রাহ্মণাদির অবমাননা [illegible] নাই, এবং কাহারও কখন কোন অনিষ্ট করিতেও

বাসনা করি নাই, তবে জগদীশ্বর আমাকে কি নিমিত্ত পুত্রের মুখারবিন্দদর্শনে বঞ্চিত করিলেন, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। রাজা এই প্রকারে মুনিকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে, কালত্রয়দর্শী মহর্ষি শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তোমরা বেদাদিপাঠে ক্ষান্ত হইয়া অদ্য মহারাজ চন্দ্রসেনের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত, ও এজন্মে কি নিমিত্তই বা ইনি পুত্রমুখাবলোকনরূপ সুখানুভব বিষয়ে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন করিতেছি অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

অনন্তর শিষ্যমণ্ডলী মুনির বাক্য শ্রবণে সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে বসিলে, মুনি বলিতে লাগিলেন, দেখ, এই মহারাজ পূর্ব্বজন্মে কর্ণাট প্রদেশে চম্পাকানদীতীরে কাঞ্চনপুর-নগরীতে বিদ্যাপতি নামে সুপ্রসিদ্ধ অতি যশস্বী নরপতি ছিলেন। একদা রাজা জলবিহারাশয়ে, লোচনানন্দ নামক মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং সঞ্জীবন*নামক প্রিয়বয়স্য ও সৈন্যাদি সমভিব্যাহারে তরণীযোগে যাত্রা করিলেন ক্রমে নদী দিয়া যাইতে যাইতে সাগরে উপস্থিত হইলেন। সাগরের পর্ব্বতাকার তরঙ্গ দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক জনশূন্য

ক্ষুদ্রদ্বীপপ্রান্তে একটী কুরর পক্ষী অবলোকন করিলেন। রাজা তাহাকে বধ করিবার উদ্দেশে শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। তাঁহার প্রিয়বয়স্য সঞ্জীবন, তাঁহাকে এইরূপ শরনিক্ষেপ করিতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন মহারাজ! শরনিক্ষেপ করিবেন না, ত্বরায় উহার প্রতিসংহার করুন। দেখুন ঐ পক্ষিনিকটে, যজ্ঞসূত্রধারী এক তাপস নেত্রযুগল মুদ্রিত করিয়া, যোগাসনে বসিয়া আছেন, কি জানি পক্ষিবধ করিতে পাছে যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়। রাজা বয়স্যের বাক্য শ্রবণ না করিয়া শরনিক্ষেপ করিলেন। দুর্ব্বিপাকবশতঃ শরের গতি প্রচণ্ড সমীরণ দ্বারা প্রতিরোধিত হওয়াতে ঐ শর পক্ষিগাত্র স্পর্শ না করিয়া, যোগীর শরীরে পতিত হইল। ব্রাহ্মণ শরাঘাতে আহত হইয়া নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক, রে দুরাত্মন্! তুই যেমন আমাকে চিরপ্রার্থিত পুত্র কামনার্থ ভগবতী হৈমবতীর আরাধনা হইতে বিরত করিলি, তোকে যেন জন্মান্তরে কখন তনয়-মুখ দর্শন করিতে না হয়, এই বলিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন।

রাজা তখন যৌবন-বনে প্রবেশ করিয়া, মত্তকরীর ন্যায় কোন বিপদে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না সুতরাং ব্রহ্মশাপে কর্ণপাত না করিয়া কর্ণধারকে ক্রমাগত পোত চালন করিতে আজ্ঞা দিলেন। কর্ণধার রাজাজ্ঞানুসারে তরণী চালন

করিতে লাগিল। মহারাজ ও তাঁহার প্রিয়বয়স্য জলপথে যাইতে যাইতে নানাস্থানে বিশ্বপতির নানারূপ কৌশল, ও তন্নির্ম্মিত জলস্তম্ভ ও উষ্ণ-প্রস্রবণাদি বহুবিধ বিচিত্রবস্তু সন্দর্শন করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস মধ্যে যেথানে ত্রেতাযুগাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র বানর ভল্লূকাদি সহায় করিয়া লঙ্কাধিপতি দশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা জানকীর উদ্ধারার্থ জলনিধিকে বন্ধন করিয়াছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কর্ণধারকে অর্ণবতরী তীরে সংলগ্ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর আপনি প্রিয়-বয়স্য সমভিব্যাহারে তটে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি-দর্শনে অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণপরে নৌকায় প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে আগমন করিলেন এবং কয়েক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মহর্ষি এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়া, রাজাকে পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, মহারাজ! তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া কেন অজ্ঞানের ন্যায় গতানুশোচনা করিতেছ? ভূমণ্ডলস্থ সকল জীবকেই পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পাপপুণ্যানুসারে ফলভোগ করিতে হয়, বিশেষতঃ ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিবার কাহারও সাধ্য নাই; যাহা

হউক, আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, তোমার আশু একটী রূপবতী গুণবতী, সাবিত্রীর ন্যায় পতিব্রতা কন্যা হইবে এবং তৎ-পাতিব্রত্য প্রভাবে তোমারও পরে স্বর্গলাভ হইবে।

এবম্বিধ কথোপকথন করিতে করিতে দিবা অবসান হইল। দিবাবসানে গগনমণ্ডল রক্তবর্ণ হওয়াতে পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু তৎপ্রতিবিম্বে লোহিতবর্ণ হইল। নলিনী দিন-মণির বিচ্ছেদতাপে তাপিত হইয়া বিরহিণী কামিনীর ন্যায় ম্লান হইল। বিহগকুল রবিকে অস্তগিরি মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, কোলাহল শব্দ করিয়া আপন আপন কুলায়ে গমন করিল। কুমুদিনী নিশামণির আগমনকাল উপস্থিত দেখিয়া আহ্লাদে প্রফুল্ল হইতে লাগিল। সন্ধ্যাসমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া জগৎকে সুশীতল করিল। অনন্তর রাজা সন্ধ্যাসময় উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষিকে বলিলেন, ভগবন্! আমি এক্ষণে আপনার নিকট বিদায় লইয়া শিবিরে যাইতে অভিলাষ করি। মুনি নৃপবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, অদ্য তোমার শিবিরে যাইবার যদ্যপি নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে যাইতে পার, নচেৎ সন্ধ্যাকালে আশ্রম পরি-ত্যাগ করিয়া যাওয়া বিধেয় নহে, কল্য প্রাতে গমন করিলে ভাল হয়।

মহর্ষি এই কথা বলিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে বসিলেন ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের আবির্ভাব হইল,নক্ষত্রগণ নভোমণ্ডলে প্রকাশিত হইয়া, মণির ন্যায় উজ্জ্বলকিরণ বিস্তার করিল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে নিশানাথ পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া সুধাময় কিরণবিকিরণ দ্বারা তিমির নাশ করিয়া জগৎকে আলোকময় করিলেন। সুধাংশু সমাগমে কুমুদিনী বিকসিত, এবং সকল প্রাণী আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। মহর্ষি সন্ধ্যার উপাসনাদি সমাপন করিয়া ঋষিকুমারদিগকে বলিলেন, তোমরা শীঘ্র মহারাজের আহারাদির উদ্‌যোগ করিয়া দিয়া আপনারাও আহারাদি করিয়া শয়ন কর। অনন্তর শিষ্যেরা মুনির আদেশ ও সঙ্কেত ক্রমে আশ্রমস্থ কল্পপাদপের সাহায্যসহকারে, যথাবিহিত রাজভোগ্য দ্রব্যাদি সকল আহরণ পূর্ব্বক রাজাকে ভোজন করাইলেন। রাজা আহারান্তে শয়ন করিয়া মহর্ষির অপার মহিমা চিন্তা করিতে করিতে যামিনী যাপন করিলেন।

নিশা অবসান হইলে মরাল সকল কলরব করিয়া উঠিল। কোকিল সকল কুহু কুহু রব করিয়া আহারান্বেষণে দিগ্‌দিগন্তরে গমন করিল, বিরহকাতর চক্রবাক-মিথুন মিলিত হইল। প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া পুষ্প সকলকে আন্দোলিত করিয়া তাহাদের মকরন্দ সংযুক্ত

গন্ধবাহি-পরাগপুঞ্জকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে লাগিল। মধুকর কমলকুল বিকসিত হইবার সময় সমাগত দেখিয়া গুন গুনধ্বনি করিয়া তদুদ্দেশে প্রস্থান করিল। কুমুদিনী কুমুদনাথের প্রভারহ্রাস দেখিয়া মুদ্রিত হইতে লাগিল। রাজা প্রভাতকাল উপস্থিত দেখিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পুরঃসর বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি যে প্রকার দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছি। এক্ষণে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিয়া আমাকে বিদায় করিতে আজ্ঞা হউক।

মহর্ষি বলিলেন; বৎস চন্দ্রসেন! তুমি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, তোমাকে উপদেশ দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তবে তোমার বিনয় পরতন্ত্র হইয়া, কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর; জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর এই ভূমণ্ডলে মানব জাতিকে ধর্ম্মরূপ এক অমূল্যরত্ন প্রদান করিয়া অন্যান্য জীবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম করিয়াছেন। ধর্ম্মহীন নর পশুতুল্য। তুমি নরপতি, বিশ্বপতি তোমাকে পৃথিবীর হিতার্থে এতাদৃশ উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি কায়মনোবাক্যে পৃথিবীস্থ সকলের মঙ্গল সাধন কর, অনাথকে আশ্রয় দাও, সহায়হীনের সহায় হও, নির্ধনকে ধনদান কর, জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব-

দিগের সম্মান বৃদ্ধি কর, গুরুজনের শুশ্রূষা কর, প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন কর, দুর্ব্বৃত্ত লোককে দমন করিয়া সুশীল-কে পালন কর, ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি প্রদর্শন দ্বারা তুষ্ট কর, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া, সুখে সাম্রাজ্য ভোগ কর।

এবম্প্রকার সদুপদেশ সকল শ্রবণপূর্ব্বক রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া স্কন্ধাবারাভিমুখে চলিলেন।

তপোবন মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে প্রভাকর উদয় হইল, প্রভাকরের প্রভা নব নব তরুপত্রোপরি পতিত হওয়াতে, এক অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল। রাজা আশ্রমের নানা প্রকার শোভা দর্শন করিতে করিতে পটগৃহের নিকট পদব্রজে উপ-স্থিত হইলেন, সৈন্যসামন্তেরা রাজাকে দর্শন করিয়া আহ্লা-দিত হইয়া বলিল, মহারাজ! ভাস্করের কিরণ ক্রমশঃ প্রখর হইতেছে, এক্ষণে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যকতা নাই, ত্বরায় রাজধানীর অভিমুখে গমন করিলে ভাল হয়। রাজা এই কথা শ্রবণমাত্র অশ্বারোহণ পূর্ব্বক চতুরঙ্গ সৈন্য সমভি-ব্যাহারে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যেই মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইল। রবি গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে অগ্নিবৎ কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ডের উত্তাপে সৈন্যগণের গাত্র হইতে অবিরত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে লাগিল,

অশ্বগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঘন ঘন হেষারব করিতে আরম্ভ করিল, রাজার মুখচন্দ্র বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইল। এই রূপে নরপতি নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রাজভবনের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমভিব্যাহারী লোকদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে আদেশ দিয়া আপনি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণ কাল বিশ্রামের পর স্নান ভোজনাদি সমাপনপূর্ব্বক শয়নাগারে অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিলেন।

কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামের পর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজমহিষীকে মৃগয়াযাত্রার আদ্যোপান্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লবদনে বলিলেন, প্রিয়ে! অনেক কালের পর আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ঋষিদিগের বাক্য কখন মিথ্যা হয় না, অবশ্যই তাহার ফল দর্শে সন্দেহ নাই। তুমি ভক্তি ভাবে সেই মহর্ষির মানসী আরাধনা কর, তাহাতে অবিলম্বে অপত্য তৃষ্ণা দূর হইবে। এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সভায় গমন করিলেন। সভাসদ্গণ নৃপতিকে দর্শন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া রীত্যানুসারে সম্ভাষণ করিল। নরপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল পরে মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আগামীকল্য

অবধি প্রতিদিন, যেখানে যত দেব দেবী আছেন, তাঁহাদের ষোড়শোপচারে পূজা দিতে হইবেক এবং ব্রাহ্মণদিগকে কাঞ্চন-মুদ্রা দান ও অতিথি অভ্যাগত দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতে হইবেক। তোমার প্রতি এই সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিলাম, যাহাতে কার্য্য যথাবিধি নির্ব্বাহ হয়, তাহা করিবে। অমাত্য রাজাজ্ঞানুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম সকল সুশৃঙ্খলরূপে প্রত্যহ সমাধা করিতে লাগিলেন এই প্রকার বহুবিধ পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা নৃপতি উত্তরোত্তর অতি যশস্বী ও পুণ্যকীর্ত্তি হইয়া উঠিলেন।

শরৎকুমারী।

—:*:—

দ্বিতীয়-সর্গ।

কিয়দ্দিবস পরে মুনিদত্ত বর-প্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন। রাজা মহিষীকে সসত্ত্বা দেখিয়া আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন! ক্রমে ক্রমে প্রসবসময় সমাগত হইল। শরৎকালের এক যামিনীযোগে যখন শশধর মেঘশূন্য নভোমণ্ডলের মধ্য ভাগ হইতে সুধাময় নির্ম্মল মরীচি বিস্তার করিতে ছিলেন; এবং পক্ষিগণ চন্দ্রমার পরিষ্কার প্রভা দর্শনে ভ্রমবশতঃ নিশাবসান জ্ঞান করিয়া, অনবরত সুমধুর কলরব করিতেছিল, এমন সময়ে রাজ্ঞী শুভলগ্নে এক সুলক্ষণা কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার রূপলাবণ্যে সূতিকাগৃহের দীপপ্রভা হতপ্রভা হইল। তদনন্তর মালতী নাম্নী একদাসী রাজার শয়ন মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বলিল, মহারাজ! শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন রাজ্ঞীর এক কন্যা হইয়াছে। রাজা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বার্ত্তাবাহিকাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে, গ্রামবাসীরা এই শুভসংবাদ শুনিয়া আহ্লাদে মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। নৃপতিও অকাতরে পাত্রনির্ব্বিশেষে ধনদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে অপরিমিত দান করিলেন, দরিদ্র, আতুর, খঞ্জ অন্ধদিগকে প্রচুর ধন দিয়া তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিলেন, বন্দীগণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন। রাজবাটীস্থ সমস্ত কর্ম্মচারী ও দাসদাসীদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিলেন, দিগ্‌দিগন্তর হইতে সমাগত মাগধ, বন্দী প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর রাজা শুভলগ্নে কন্যার মুখকমল দর্শন করিয়া নেত্রদ্বয়কে চরিতার্থ করিলেন।

রাজকন্যা দিন দিন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নৃপতি নিয়মিত সময়ে দুহিতার অন্ন প্রাশনাদি সমুদয় ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক কন্যার নাম-করণ করিলেন। কন্যার শরৎকালে জন্ম হওয়াতে রাজা তাঁহার শরৎকুমারী নাম রাখিলেন। তিনি প্রত্যহ রাজ-কুমারীর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া নব নব সুখানুভব করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, রাজা এক দিবস সভায় রত্নভূষিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে মন্ত্রিবর বলিলেন, মহারাজ! শরৎ-

কুমারীর বিদ্যাশিক্ষার কাল হইয়াছে, কোন বিচক্ষণ গণক আনাইয়া শুভদিন নির্ণয়পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্যারম্ভ করাইলে ভাল হয়। যেহেতু বিদ্যা অমূল্যধন। বিদ্যাদ্বারা হিতাহিত বিবেচনা ও ধর্ম্ম জ্ঞান হয়, বিদ্যা শিক্ষা করিলে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী পরাৎপর পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি-সকল জানিতে পারা যায়, বিদ্যারূপ চক্ষুদ্বারা অপ্রত্যক্ষ বিষয় সকলও দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যা সম্পত্তি ও সম্মানের প্রসূতিস্বরূপ, অন্যান্য ধন তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিদ্যাধন কাহারও অপহরণ করিবার সাধ্য নাই। যাহার হৃদয়ভাণ্ডার বিদ্যারত্নে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার হিংসা, ঈর্ষা, মদ মাৎসর্য্যাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রকাশ হইতে পারে না।" এই সংসারে বিদ্যাই সারপদার্থ। দারুণ পিপাসার সময়ে সুশীতল নির্ম্মল বারি পান করিলে যে প্রকার আনন্দ হয়, গ্রীষ্মকালে দক্ষিণানিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইলে অন্তঃকরণ যেরূপ প্রফুল্ল হয়, পরম মিত্রের সহিত বহুদিবস বিচ্ছেদান্তে মিলন হইলে যেরূপ মন পুলকিত হয়, নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে পরম শোভাকর পূর্ণচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইলে যেরূপ আমোদ হয়, তদ্রূপ বিদ্যারূপ পীযূষ অজ্ঞানরূপ তৃষ্ণাকে শান্তি করিয়া মনকে আহ্লাদিত করে। যাহার শরীরে বিদ্যার বিমলপ্রভা

না থাকে, সে বিশাল কুলোদ্ভব হইলেও পরিমল বিহীন সুশোভন শাল্মলী পুষ্পের ন্যায় অনাদৃত হয়, ও তাহার দয়া, ধর্ম্ম, শীলতা, নম্রতা, প্রভৃতি সদ্গুণ সকল সমধিক শোভা পায় না।

আপনি শরৎকুমারীর শিক্ষাদান বিষয়ে উপেক্ষা করিবেন না। কামিনীদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান জগদীশ্বরের অনভিমত কার্য্য নহে, এ বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় না থাকিলে তিনি কদাচ পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীজাতিকে মানসিক ক্ষমতা অর্পণ করিতেন না। স্ত্রীগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিলে অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা। তাহারা বিদ্যাবতী হইলে, অধর্ম্ম মার্গে কখন পদার্পণ করে না। নিয়মিত কর্ম্ম সকল সুশৃঙ্খলরূপে সমাধা করে, এবং গুরুজনকে যথা ভয় ও ভক্তি করে। দেখুন, কর্ণাটরাজমহিষী ও অশ্বপতি রাজার দুহিতা সাবিত্রী এবং ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা বিদ্যানুশীলন করিয়া এতাদৃশ গুণবতী সুশীলা ও যশস্বিনী হইয়াছিলেন, যে তাঁহাদিগের তুল্য গুণবিশিষ্ট পুরুষও অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে বিদ্যারূপ বীজ বপন না করিলে কখনই উত্তম ফলের আশা করা যায় না। বিদ্যাভাবে তাহারা ঈর্ষা দ্বেষ হিংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তিসকলের পরতন্ত্র হইয়া কালক্ষেপ

করে। বিদ্যাবিহীন যোষিতগণ কলহে রত থাকে, লজ্জাকে একেবারে জলাঞ্জলি দেয়, কাহারও সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিতে পারে না, সময় বিশেষে আপন গুরুতুল্য পতিকেও কুমন্ত্রণা দ্বারা দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। দেখুন, অযোধ্যাধিপতি রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ স্বীয় মহিষী কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণা শুনিয়া প্রাণপ্রতিম পুত্র রামচন্দ্রকে জটাবল্কল পরিধান করাইয়া বনবাস দিয়াছিলেন। আপনিও পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ী পণ্ডিতা হইলে এতাদৃশ কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না। অতএব নিবেদন করিতেছি, যে স্ত্রীজাতিকে অজ্ঞানরূপ তিমিরে আচ্ছন্ন রাখা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে। আপনি বিজ্ঞ, যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

রাজা অমাত্যের এই সকল সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে রাজভবনের পার্শ্বে এক রমণীয় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া কন্যাকে শিক্ষা প্রদান মার্থে এক জন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপককে নিযুক্ত করিলেন। আচার্য্য শুভদিনে রাজকুমারীকে বিদ্যারম্ভ করাইলেন। রাজকুমারী এরূপ বুদ্ধিমতী যে স্বল্পকালমধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ইতিহাসাদি সুন্দররূপে শিক্ষা করিলেন। এক দিবস রাজা প্রাতঃকালে বিদ্যামন্দিরে গমন করিয়া কন্যার ব্যাকরণাদি বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে

দেখিয়া শিক্ষককে বলিলেন, আপনার পরিশ্রম, শরৎকুমারীর প্রযত্ন, এবং আমার মনোরথ সফল হইয়াছে এক্ষণে কন্যাকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ প্রদান করিয়া বিদ্যালয় হইতে বিদায় দিলে ভাল হয়।

আচার্য্য রাজাজ্ঞানুসারে কন্যাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন বৎসে! তোমার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের সৌকর্য্যার্থ নানাবিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন, যিনি সন্তানের ন্যায় সকলকে প্রতিপালন করিয়াছেন, যিনি জ্ঞান ও ধর্ম্ম দ্বারা মানবদেহকে অলঙ্কৃত করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত হয়েন না, যাঁহার প্রসাদে আমরা অহর্নিশ সুখভোগ করিতেছি, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরমেশ্বরের প্রীতিসহকারে প্রত্যহ আরাধনা করিবে, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সুনিয়ম সকল প্রতিপালন করিবে সর্ব্বদা পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিবে; তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে বিশেষ তৎপর হইবে, অর্থাৎ জনক জননী প্রভৃতি গুরুজনকে শুশ্রূষা করিবে, সকল ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে,

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সকল মনুষ্যকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করিবে, যাহাতে ধর্ম্মের উন্নতি হয় সর্ব্বতোভাবে সে চেষ্টা করিবে, মৃত্যুকালে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভৃতি কিছুই অনুগামী হয় না।

অধ্যাপক এইরূপ সদুপদেশ দিয়া রাজকন্যাকে বলিলেন দেখ এই সংসারে স্ত্রীজাতির পক্ষে পাতিব্রত্য এক প্রধান ধর্ম্ম। সহস্র সহস্র পুণ্যকর্ম্ম করিলেও একমাত্র পতিভক্তি না থাকিলে ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় সমুদায় নিরর্থক হয়। স্ত্রীলোকের পতিই গতি, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, পতি অপেক্ষা প্রধান গুরু আর কেহ নাই, তুমি সর্ব্বদা পতিসেবা করিবে, প্রাণান্তেও স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না, যে ভার্য্যা স্বামীর বশবর্ত্তিনী না হয়, তাহার দুর্গতির পরিসীমা থাকে না, যাহারা পতিব্রতা তাহারা, কি ইহকাল কি পরকাল, উভয় কালেই স্বামীর সহিত পরম সুখে কালযাপন করে। তুমি সাধ্যানুসারে পতিব্রতাধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নশীলা হইবে।

উপদেশ দান সমাপ্ত হইলে পর, অধ্যাপক রাজকন্যাকে বিদ্যামন্দির হইতে গৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন। রাজকুমারী গুরুর চরণারবিন্দে প্রণামপুরঃসর নৃপতি সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরে পুরস্ত্রীরা

শরৎকুমারীর পাঠ সমাপ্তি সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, রাজমহিষীও কন্যার মুখচুম্বন করিয়া মধুর বচনে বলিলেন, বৎসে! অদ্য তোমাকে বিদ্যালঙ্কারে বিভূষিতা দেখিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

শরৎকুমারী ক্রমে যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইলেন রাজা তাঁহার বিবাহ সময় উপস্থিত দেখিয়া বিবাহের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

শরৎকুমারী।

—ঃ*ঃ—

তৃতীয় সর্গ।

নৃপতি একদিবস সভামণ্ডপে গমন করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, শরৎকুমারীর বিবাহ কাল উপনীত হইয়াছে। অতএব তুমি স্থানে স্থানে রূপবান্, গুণবান্, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, ও আভিজাত্যবান্ পাত্র অন্বেষণার্থ দূত প্রেরণ কর। অমাত্য রাজাজ্ঞানুসারে দূত প্রেরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া রাজাকে নিবেদন করিল, মহারাজ! অন্তঃপুর হইতে মালতীনাম্নী দাসী কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, যদ্যপি অনুমতি হয়, সভায় আইসে। রাজা প্রতিহারীর কথা শ্রবণ মাত্র আসিতে অনুমতি দিলেন। মালতী সভায় আসিয়া রাজসম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনি অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে শরৎকুমারী পণ্ডিতাভি-মানিনী হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যিনি আমাকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন তাঁহাকেই আমি

বরমাল্য প্রদান করিব। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া বার্ত্তা-বাহিকাকে বিদায় করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, তুমি মাল-তীর মুখে রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞার বিষয় শ্রবণ করিলে এক্ষণে যাহা যুক্তিসিদ্ধ হয় কর।

অমাত্য বিচারের দিনস্থির করিয়া দূতদ্বারা এই স্বয়ম্বর সংবাদ দেশে দেশে প্রেরণ করিলেন। নানা দেশীয় কৃতবিদ্য রাজগণ শরৎকুমারীর মোহিনী মূর্ত্তি ও অদ্ভুত বিদ্যা সংবাদ অবগত হইয়া পাণিগ্রহণ আশয়ে চন্দ্রপুর নগরে সমাগত হইলেন। মন্ত্রী সমাগতব্যক্তিদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলেন। রাজা ও তাঁহা-দিগকে সম্মান সূচক বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নানা প্রকার কথোপকথনের পর অমাত্যকে বলিলেন, তুমি এক্ষণে ইঁহা-দিগকে আনন্দকাননমধ্যস্থিত মনোরঞ্জন নামক প্রাসাদে বাসস্থান দিয়া স্বয়ম্বরস্থল সুসজ্জিত করাও, এই কথা বলিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে রাজকন্যার স্বয়ম্বর হইবে এই ঘোষণায় নগর কোলাহলময় হইয়া উঠিল। রাজবাটীস্থ এক প্রশস্ত অঙ্গনে সভা হইল, সভার উপরি ভাগ মনোহর চন্দ্রাত-পদ্বারা আচ্ছাদিত হইল, নিম্নে পাণিগ্রহণাভিলাষী রাজগণ বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। এমত সময়ে গুণবতী

শরৎকুমারী জনক সমভিব্যাহারে ভুবনমোহিনীবেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে পুষ্পমালা লইয়া সভার মধ্যস্থানে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। সভাস্থ জনগণ অদ্ভুত বিদ্যাবতী রাজকন্যাকে সৌদামিনীতুল্য রূপবতী দেখিয়া বলিতে লাগিলেন ইনি মানবী নহেন, বোধ হয় কোন দেবকন্যা, শাপগ্রস্তা হইয়া রাজভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা সরস্বতী ও লক্ষ্মী পরস্পর পৃথক থাকা ক্লেশকর জ্ঞান করিয়া এক দেহে অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিধাতা বুঝি ইহার মুখমণ্ডলের উপমা দিবার জন্য পদ্ম ও চন্দ্রমাদির সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।

অনন্তর বিচার আরম্ভ হইল। শরৎকুমারী প্রায় সকলকেই পরাস্ত করিলেন। অবশেষে শুধ্যপুত্রীভীষ্ম ভীমাকর নগরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত নীলকান্ত মহারাজের পুত্র সূর্য্যকান্তের নিকটে পরাভূত হইলেন। রাজকুমারী কেবল যে সূর্য্যকান্তের গুণে মোহিত হইলেন এরূপ নহে তাঁহার সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় কান্তি দর্শন করিয়া একান্ত মোহিত হইয়া মাল্যদান করিলেন। মালাদান করিবামাত্র রাজভবন মহোৎসবময় ও নগর আনন্দময় হইয়া উঠিল, অন্তঃপুরবাসিনীরা শঙ্খধ্বনি পুরঃসর পুষ্প ও লাজ প্রভৃতি বিক্ষেপ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে করিতে পাত্র ও কন্যাকে অন্তর্ভবনে লইয়া

গোল। রাজ্ঞী, জামাতা ও দুহিতার মুখ দর্শন করিয়া আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন।

রাজকুমার সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারী পরস্পর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী এরূপ পতিপরায়ণা হইলেন যে প্রত্যহ স্বামীর চরণারবিন্দ পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। সূর্য্যকান্তও তাঁহার পতিভক্তি দর্শনে এতাদৃশ বশীভূত হইলেন যে, ক্ষণকাল তাঁহার মুখ কমল দর্শন না করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন না। এই প্রকার সদ্ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে একদা সূর্য্যকান্ত মালতীকে বলিলেন, আমি চন্দ্রশেখর পর্ব্বতস্থিত দেবাদিদেব চন্দ্রচূড়কে দর্শন করিতে যাইবার অভিলাষ করিয়াছি, কিন্তু রাজকুমারীর নিকট বিদায় লইতে পারিতেছি না, কি জানি পাছে তিনি আমার গমনের প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট এই কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত কর।

অনন্তর মালতী নৃপনন্দিনীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া এই কথা বলাতে, তিনি উত্তর করিলেন, মালতি! এবিষয়ের জন্য তোমাকে অনুরোধ করিতে হইবে কেন, তিনি আমার গুরু, তিনি যাহা করিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। মালতী এই সকল কথা সূর্য্যকান্তকে বলিলে পর

তিনি নৃপতির নিকটে বিদায় হইতে গমন করিলেন। রাজা জামাতাকে নিতান্ত গমনোৎসুক দেখিয়া, মন্ত্রীকে এই আদেশ করিলেন, যে রাজকুমারকে ভীষণ গহনমধ্য দিয়া যাইতে হইবেক এজন্য কতিপয় বীর পুরুষ ইঁহার সমভিব্যাহারে দাও। বীর পুরুষেরা রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র সুসজ্জিত হইল, সূর্য্যকান্ত অন্তঃপুরস্থ সকলের নিকট বিদায় লইয়া এক বেগগামী অশ্বোপরি আরোহণ পূর্ব্বক চন্দ্রশেখর পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অটবীমধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, কোন স্থানে ভীষণাকার জন্তু সকল পথপার্শ্বে নির্ভয়ে শয়ন করিয়া আছে, কোন স্থানে কেবল বিহগকুল নবপল্লবিত বৃক্ষোপরি বসিয়া আনন্দে সুস্বরে গান করিতেছে, কোন স্থানে প্রশস্ত পুষ্পোদ্যানে মধুকরেরা মধুপানার্থ গুন গুন ধ্বনি করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিতেছে, কোন স্থানে মনোহর সরোবরস্থ বিকসিত কমলোপরি অলিকুল দলবদ্ধ হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। এইরূপে কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে বেলা দুই প্রহর হইল। রবি গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে প্রখর কর বিস্তার করিতে লাগিলেন। সূর্যকান্ত সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া, সমভিব্যাহারী ব্যক্তিদিগকে পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া এক বিশাল তরুতলে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন

এবং সে দিবস তথায় স্নান ভোজনাদি করিয়া অবস্থিতি করিলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রহরৈকমধ্যে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমভিব্যাহারী ব্যক্তিদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন, এবং আপনিও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্নান করিলেন। অনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ভগবান্ চন্দ্রচূড়ের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। পরে দেখিলেন মন্দিরের অভ্যন্তরে এক সুশ্রী যুবাপুরুষ নেত্রযুগল নিমীলন করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতেছেন। তাঁহার ললাটে চন্দনত্রিপুণ্ড্রক, গলদেশে বিল্বদলমালা, হঠাৎ দেখিবামাত্র ভক্তি রসের আবির্ভাব হয়। সূর্য্যকান্ত সেই পুরুষরত্নকে বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইনি কোন দেশের রাজকুমার হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইঁহার শরীরে শঙ্খ,পদ্ম,পতাকা,রেখা প্রভৃতি রাজলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক আরাধনা সমাপ্তি হইলে আমাকে ইঁহার পরিচয় লইতে হইবেক। এই বলিয়া আপনি মন্দির সন্মুখস্থিত এক প্রকাণ্ড তমালতরুতলে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণকাল পরে তাপস আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সূর্য্যকান্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এতাদৃশ কঠিন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি সবিশেষ জানিতে অভিলাষী হইতেছি। আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আত্মপরিচয় ও তপস্যা করিবার কারণ বর্ণন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। তাপস রাজকুমারের বিনয়বচনে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, তুমি অগ্রে মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর, পশ্চাৎ আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে। সূর্য্যকান্তের ভোজনাদি সমাপন হইলে পর তাপস তমালতলে উপবেশন পূর্ব্বক আত্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

দ্রাবিড় দেশে মিহির নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নগর আছে, তথায় শঙ্করদেব নামক প্রবলপ্রতাপ, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন এক সমৃদ্ধ নরপতি ছিলেন, যিনি ভুজবলে শত্রুকুল নির্ম্মূল এবং শাসনবলে দুষ্টের দমন করিয়া প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন, যিনি সর্ব্বদা লোকের হিতকার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর থাকিতেন, যিনি বহুবিধ পুণ্যকর্ম্ম করিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আমি সেই মহাত্মার সন্তান, আমার নাম বরদাকান্ত, আমার জননী আমাকে প্রসব

করিয়া সুতিকা গৃহেই কালের করাল গ্রাসে পতিত হন, পিতা আমাকে মাতৃহীন দেখিয়া সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এ আমার বিদ্যাভ্যাসের কাল উপস্থিত হইলে তিনি প্রযত্নাতিশয় সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করাইলেন। আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি আমাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

একদা আমি বহুসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিয়া বহু দেশ জয় করিলাম। পরিশেষে পরাক্রমশালী বীর্য্যবান মহারাষ্ট্রাধিপতিকে পরাস্ত করিতে আমার বহুদিবস বিলম্ব হইল। পিতার আমি একমাত্র পুত্র, সুতরাং তিনি আমার কোন সংবাদ না পাইয়া, নানাপ্রকার বিপদের আশঙ্কা করাতে চিন্তাজ্বরে অভিভূত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে আমি দিগ্বিজয় ব্যাপার সমাপন করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলাম। মন্ত্রীমুখে পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম। ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে আমি পিতার শোকে কাতর হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে ক্রমাগত বিলাপ করিতে লাগিলাম, এবং মনে করিলাম এই অবনিমণ্ডলে আমার তুল্য হতভাগ্য আর কেহই নাই। আমাকে প্রসব করিয়া

মাতা সূতিকাগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন, পিতাও আমার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দর্শনে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া পরলোকে গমন করিলেন। বিধাতা কেন আমাকে তাঁহাদিগের অনুগামী করিলেন না, হায়! আমি এক দিনের নিমিত্তও জনকজননীর শুশ্রূষা করিতে পাইলাম না। মন্ত্রী আমাকে এই প্রকার পিতৃশোকে নিতান্ত অধীর ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে দেখিয়া বলিলেন, আপনি জ্ঞানবান্ হইয়া কেন মৃত ব্যক্তির জন্য অনুতাপ করিতেছেন। এই অসার সংসারে কেহই চিরস্থায়ী নহে, জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, অন্য কথা কি, এ জগৎই স্থায়ী নহে। আপনি শোকাবেগ সংবরণ করুন, বিলাপ করিলে মৃত ব্যক্তিদিগকে কথনই পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। শাস্ত্রে কথিত আছে মূঢ় ব্যক্তিরাই শোকে অভিভূত হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা কখন শোকের বশীভূত হন না, আপনি মহাত্মা, প্রাকৃত লোকের ন্যায় আপনকার শোকে মগ্ন হওয়া কখন উচিত হয় না,আপনি যদি প্রাকৃতের ন্যায়শোকে কাতর হইবেন, তাহা হইলে শোক সংবরণ করিবে কে? আর পণ্ডিত ও মূর্খের প্রভেদ থাকিবে কি? আমি আপনাকে বিনয় বাক্যে কহিতেছি আপনি অবিলম্বে শোক পরিত্যাগ করিয়া স্থির চিত্তে রাজকার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করুন।

মন্ত্রী এইরূপ নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা আমার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মন কোন প্রকারেই প্রবোধ মানিল না। পরিশেষে যখন আমি গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলাম, তখন মন্ত্রী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন্! স্বর্গীয় শঙ্করদেবের পুত্র! আপনি অনাথের নাথ হইয়া কেন আমাদিগকে অনাথ করিয়া যাইতেছেন, আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলে, লোকের দুঃখের পরিসীমা থাকিবেক না, ও আপনকার বিরহে আমাদিগের জনপদে বাস করা দুষ্কর হইবে। এ পৃথিবীতে আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে সংসার আশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আপনি বুদ্ধিমান হইয়া কেন এই সুখময় আশ্রম পরিত্যাগ করিতেছেন। আমি যাচ্ঞা করি, আপনি সংসার আশ্রমে থাকিয়া জ্ঞাতিবন্ধু ও সমস্ত প্রজাদিগকে প্রতিপালন করুন; এবং ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া নিরুৎকণ্ঠ চিত্তে ও সুখে রাজ্য ভোগ করুন। ইত্যাদি উপদেশ দিয়া যখন তিনি দেখিলেন, আমি কোন মতেই অভিমত কার্য্য হইতে বিমুখ হইলাম না, তখন তিনি উপদেশ প্রদানে ক্ষান্ত হইলেন।

পরে আমি তাঁহাকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আসিয়া দেবাদিদেব

চন্দ্রচূড়ের শরণাপন্ন হইলাম, এবং সেই অবধি প্রত্যহ ভক্তিভাবে এই অনাথনাথ ত্রৈলোক্যনাথের অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছি। আমার তুল্য হতভাগ্য এই জগতে আর কেহই নাই। এই কথা বলিয়া বরদাকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সূর্য্যকান্ত বরদাকান্তের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমিও বহুদিবস হইল পিতা-মাতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিয়াছি, আমার গৃহ-গমনের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে শ্বশুরালয়ে আর অধিক দিবস বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। রাজকুমার এই প্রকার চিন্তা করত বরদাকান্তের নিকট বিদায় হইয়া চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের উপত্যকায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সমভি-ব্যাহারী ব্যক্তিদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। ক্ষণকাল পরে তাহারা সুসজ্জিত হইলে, সূর্য্যকান্ত অশ্বোপরি আরোহণপূর্ব্বক চন্দ্রপুর নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল মলয়ানিল মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের মনে আহ্লাদ জন্মাইয়া দিল। পক্ষিগণ ব্যূহবদ্ধ হইয়া আপন আপন নীড়ে আগমন করিতে লাগিল। রাজকুমার সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া গগণ মধ্যস্থিত এক প্রশস্ত লতা-

মণ্ডপের নিকট অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং অশ্বপালকে অশ্ব বন্ধন করিতে আদেশ দিয়া বীরপুরুষগণ সমভিব্যাহারে লতামণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় যথালব্ধ আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক পল্লব নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া জনক জননীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যামিনী যাপন করিলেন।

পূর্ব্বদিক প্রকাশ হইল। পক্ষিকুল কোলাহল শব্দ করিয়া নীড় পরিত্যাগের উদ্যম করিতে লাগিল, সরোবরস্থ কলহংস সকল কলরব করিয়া উঠিল, কোকিল প্রভাত সমীরণের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়া তরুশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক পঞ্চমস্বরে কুহূ কুহূ রব করিতে লাগিল, ভ্রমরগণ প্রস্ফুটিত বকুল কুসুমোপরি ঝঙ্কার করিতে লাগিল। রাজকুমার প্রভাত কাল উপস্থিত দেখিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তুরঙ্গমে আরোহণ করিলেন। অশ্ব এরূপ দ্রুত বেগে গমন করিল যে, অল্পকাল মধ্যে রাজবাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইল। রাজা জামাতার প্রত্যাগমন সম্বাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সূর্য্যকান্ত অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া নৃপতির চরণবন্দন পূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমার ক্ষণকাল পরে ভোজনাদি সমাপন করিয়া বিশ্রামার্থ শয়নমন্দিরে গমন করিলেন। তথায় পিতামাতার

বিষয় স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, চিন্তায় মগ্ন হইয়া করতলে কপোলবিন্যাসপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে রোদন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে শরৎকুমারী রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার এরূপ অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত শঙ্কিতা হইলেন, এবং শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কাতর-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! তুমি কি নিমিত্ত ম্লানবদনে ও দীন নয়নে রোদন করিতেছ, তোমার শোক ও রোদনের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া এ অধিনীর চিত্ত ব্যাকুল ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি, অথবা অন্য কেহ কোন অপকার করিয়াছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শোকের কারণ বর্ণন করিয়া আমার চিন্তা দূর করুন।

সূর্য্যকান্ত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! আমি দেবাদিদেব চন্দ্রচূড়কে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার মন্দিরমধ্যে এক রাজকুমারকে তপস্যা করিতে দেখিলাম। অনন্তর তাঁহার নবীন বয়সে তাদৃশ আয়াস-সাধ্য তপঃসাধনে প্রবৃত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন, একদা আমি দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া বহু-দিবস বিলম্বে বাটী প্রত্যাগমন করিলাম, পরে মন্ত্রীমুখে

শ্রবণ করিলাম যে, পিতা আমার প্রত্যাগমনের বিলম্বদর্শনে নানা প্রকার বিপদের আশঙ্কা করিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি দয়াময় পিতার মৃত্যুসম্বাদ শ্রবণমাত্র আপনাকে হতভাগ্য ও সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া মন্ত্রীকে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক এই ভুবনেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছি। আমি রাজকুমারের বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বনের বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, যেহেতু আমারও পিতামাতা বহু দিবস আমার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই, কি জানি পাছে তাঁহাদেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটে, যাহা হউক এখানে আমার আর অবস্থিতি করা বিধেয় নহে। এক্ষণে তুমি এই সকল সমাচার তোমার জননীর গোচর কর।

শরৎকুমারী স্বামীর আজ্ঞানুসারে এই সকল সমাচার মালতী দ্বারা জননীর কর্ণগোচর করিলেন। পরে নৃপতি অন্তঃপুরমধ্যে আগমন করিলে, মহিষী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! সূর্য্যকান্ত বাটী গমন জন্য একান্ত ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়াছেন, অতএব শরৎকুমারীকে তৎসমভিব্যাহারে প্রেরণ করিতে হইবে, এবিষয়ের শীঘ্র উদ্যোগ করিলে ভাল হয়। রাজা মহিষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সভায় গমন পূর্ব্বক অমাত্যকে বলিলেন, কন্যা

জামাতা ও দুহিতাকে হীরাকর নগরে প্রেরণ করিতে হইবে, এজন্য তুমি রাত্রি মধ্যে আবশ্যক দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া রাখ। মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে সমুদায় দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। দাসদাসীরা সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারীর যাত্রা কাল উপস্থিত দেখিয়া অপূর্ব্ব বস্ত্রাভরণ দ্বারা বেশভূষা সমাধা করিয়া দিল। প্রাণ তুল্য শরৎকুমারী পতিগৃহে যাইবেন বলিয়া নরপতি ও রাজমহিষী শোকাকুল হইয়া অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মালতী এই প্রকারে গমনের বিলম্ব দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনারা শোক সম্বরণ করিয়া জামাতা ও দুহিতাকে বিদায় করুন, অনর্থক কাল বিলম্ব হইতেছে।

নরপতি কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক সূর্য্যকান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার প্রতি উপদেষ্টব্য কিছুই নাই, তথাপি তুমি আমার নিতান্ত স্নেহের পাত্র এজন্য কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর, তোমার পিতা তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিবেন, কিন্তু তুমি ধনমদে মত্ত হইবে না, ধনোন্মত্ত ব্যক্তিরা অসঙ্কুচিতচিত্তে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। পাপকে কিছুমাত্র ভয় করে না। জগদীশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পরকালে নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। তুমি সুশীল, তথাপি

তোমাকে বাঁরম্বার উপদেশ দিতেছি, দেখ যেন ধনমদে উন্মত্ত হইয়া অধর্ম্মমার্গে পদার্পণ করত সাধুদিগের উপ-হাসাস্পদ হইও না। কাম, ক্রোধ, লোভাদি দুর্জ্জয় রিপুবর্গকে আত্মবশে রাখিবে। পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিবে। আমি তোমাকে বিদ্বান্, গুণবান্, ও ধীর দেখিয়া প্রাণসমদুহিতাকে সম্প্রদান করিয়াছি, এই বিবেচনা করিয়া তুমি শরৎকুমারীর প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখিবে। এবিষয়ের জন্য তোমাকে আর অধিক কি বলিব। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে সাম্রাজ্য ভোগ কর।

সূর্য্যকান্তকে এই উপদেশ দিয়া রাজা শরৎকুমারীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বৎসে! তুমি অদ্য পতিগৃহে যাইবে বলিয়া আমার কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছে। তুমি কোন শাস্ত্রে অথবা লৌকিক বৃত্তান্তে অনভিজ্ঞা নহ, তোমাকে উপদেশ দেওয়া বাহুল্যমাত্র; তথাপি কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতে হয় এজন্য বলিতেছি শ্রবণ কর, তুমি পতিগৃহে গমন করিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, দাসদাসীদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে, স্বামী অপ্রিয়কার্য্য করিলেও তাঁহার প্রতি রোষপ্রকাশ অথবা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবে না, সর্ব্বদা পতি সেবায়

তৎপর থাকিবে, স্ত্রীজাতির পতিভক্তি ব্যতিরেকে অন্য গতি নাই, তুমি পতিগৃহে গিয়া সাংসারিক ব্যাপারে ব্যাপৃতা থাকিবে। উপদেশ প্রদান সমাপ্ত হইলে, রাজা অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ও গদ্গদবচনে বলিলেন, বৎসে! ঈশ্বর করুন তুমি শীঘ্র পুত্রবতী হও ও সম্রাটের মহিষী হইয়া সুখে কালক্ষেপ কর।

অনন্তর সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারী একে একে গুরুজন-দিগকে প্রণাম করিয়া মালতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন, রাজা ও মহিষী ক্রন্দন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

শরৎকুমারী।

—ঃ*ঃ—

চতুর্থ সর্গ।

সূর্য্যকান্ত, শরৎকুমারী ও মালতী রমণীয় রথোপরি আরোহণ করিয়া হীরাকর নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তাহাদের খুরোত্থিত রজোরাশি উড্ডীয়মান হইয়া গগনপথ আচ্ছন্ন করিল। সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারী ক্রমে ক্রমে নানা গ্রাম অতিক্রম করিয়া পরিশেষে বনমার্গে উপনীত হইলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী হৃষ্টচিত্তে অরণ্যের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, কোন স্থানে মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিতেছে, কোন স্থানে মনোহর বাপীতটে কলহংস, ক্রৌঞ্চমিথুন, চক্রবাক প্রভৃতি নানাজাতি জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতেছে, কোনস্থানে অপূর্ব্ব সরোবরে অসংখ্য

ইন্দীবর, অরবিন্দ, ও কোকনদ প্রভৃতি প্রফুল্ল হইয়া অনির্ব্ব-চনীয় শোভাসম্পাদন করিতেছে, কোনস্থানে হরিণ হরিণী-গণ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দশ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে। স্থানান্তরে প্রশস্ত পুষ্করিণীতে বৃহৎ বৃহৎ মীন সকল ভাসমান হইতেছে,কোথাও বা বিশাল ব্যাল আলবালের ন্যায় বৃক্ষমূল বেষ্টন করিয়া আছে, কোন স্থানে বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া সাতিশয় শোভা সম্পাদন করিতেছে, কোন স্থানে সারসগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইতেছে। সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারী এই প্রকার বন শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইল।

ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলশিখরাবলম্বী হইলেন, গগনমণ্ডল লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল, পতত্রিকুল কলরব করিতে করিতে স্ব স্ব আবাসবৃক্ষে উপবেশন করিতে লাগিল, নিশাবিহঙ্গম সকল বিচরণার্থে দিগ্বিদিক্ গমন করিতে আরম্ভ করিল, এবং অন্ধকারের ক্রমশঃ প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া সারথিকে বলিলেন অদ্য এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে, অতএব তুমি রশ্মিসংযত করিয়া রথের বেগ সম্বরণ কর। সারথি বলিল, রাজকুমার, এই ভীষণ গহনে অবস্থিতি করা হইবে না। সম্মুখে আমাদিগের মহারাজের গুরু মহর্ষি পুণ্ডরীকাক্ষের

আশ্রম দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে গিয়া রথ স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

এই বলিয়া সারথি অশ্বগণকে কশাঘাত করিবামাত্র তাহারা বায়ুবেগে ধাবমান হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে আশ্রম-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, রাজকুমার ও রাজকুমারী আশ্রমপদে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, হরিণ শিশুগণ নিঃশ-ঙ্কচিত্তে সিংহ শাবকের সহিত তৃণাচ্ছন্ন ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তাপস তনয়েরা কেশরীর জটাকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছেন, সন্ধ্যা সমীরণ হোমগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে, খগমুখভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে, তপোবনস্থ চম্পক, গন্ধরাজ, মল্লিকা প্রভৃতি নানাজাতি কুসুমগন্ধে দিক্ আমোদিত হইতেছে।

অনন্তর সূর্য্যকান্ত সারথির প্রতি অশ্বগণকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ দিয়া রথ হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং শরৎকুমারী ও মালতীকে নামাইয়া তপোবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রক্তপুষ্প তরুতলে মৃগচর্ম্মাসনো-পরি প্রশান্ত গম্ভীরাকৃতি মহাতপা মহর্ষি পুণ্ডরীকাক্ষ সায়ন্তন সত্র সমাপন করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নানা পুণ্য কথা প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেছেন। সূর্য্যকান্ত ও

শরৎকুমারী মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনয়-বচনে আপন আপন পরিচয় দিয়া তাঁহার চরণযুগলে নিপতিত হইলেন। ঋষিরাজ প্রীতিপূর্ব্বক উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরমাদরে যথোচিত সভাজন করিলেন। ক্ষণকাল পরে শরৎকুমারীকে রাজর্ষি চন্দ্রসেনের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎকুমারী বিনয় বচনে বলিলেন, ভগবন্! আপনি যাঁহার প্রতি সদয় আছেন, তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা কি? আপনকার কৃপাতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতেছেন, তাঁহার বিপক্ষ নাই।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে নিশানাথ গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া সমুদায় তিমির বিনষ্ট করিলেন সুধাংশুর সমাগমে আশ্রমস্থ সমস্ত জীব আহ্লাদে নিমগ্ন হইল, মহর্ষি শয়নকাল উপস্থিত দেখিয়া নীলোৎপল নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বৎস! রাত্রি অধিক হইয়াছে, অতএব তুমি উঁহাদিগকে আহারাদি করাইয়া ঐ অশোক তরুর তলস্থিত পর্ণশালায় রাখিয়া আইস। নীলোৎপল গুরুর আজ্ঞানুসারে সূর্য্যকান্ত শরৎকুমারী এবং মালতীকে আহারাদি করাইয়া ঋষি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী পর্ণকুটীরস্থ কুশাসনে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন।

অনন্তর বিদ্যুৎতুল্য রূপসম্পন্না এক কন্যা কুটীরদ্বারদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া সূর্য্যকান্তকে বলিলেন, রাজকুমার! শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, আমি বিশেষপ্রয়োজন বশতঃ আপনকার সমীপে আসিয়াছি। রাজকুমার ব্যস্তসমস্ত হইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবতি! আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই দারুণ বিভাবরীতে একাকিনী আমার নিকট আসিয়াছেন, সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন।

পরে কন্যা রাজকুমারকে বলিতে লাগিলেন শুনিয়া থাকিবেন চন্দ্রভাগানদীতীরে স্বর্ণভূম নগরে গুণসিন্ধু নামক এক ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় নরপতি আছেন, আমি তাঁহারই মহিষী। জগদীশ্বর আমাদিগকে সমুদায় সুখদায়ক বস্তু প্রদান করিয়া কেবল পুত্রমুখাবলোকনরূপ সারভূতসুখে বঞ্চিত রাখিয়াছেন,আমার পতি বিঘ্নশান্তির মানসে আমাকে কুলগুরু পদ্মমুনির আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। তপোধন তজ্জন্য পুত্রেষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এক দুর্দ্দান্ত নিশাচর আশ্রমে আসিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে। মহর্ষি শিষ্যের নিকটে আপনকার এই আশ্রমে আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমাকে আদেশ করিলেন অদ্য মহারাজ নীলকান্তের পুত্র তপোধন পুণ্ডরীকাক্ষের আশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

তিনি সাতিশয় বলিষ্ঠ ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, অতএব তুমি তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস। তিনি আসিয়া দুরন্ত নিশাচরকে বধ করিলে, যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ হইবে। অতএব আমি মহর্ষির আজ্ঞানুসারে আপনাকে লইতে আসিয়াছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গমন করিলে আমি কৃতার্থ হই।

সূর্য্যকান্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন কি প্রকারে নিদ্রাগতা প্রিয়তমা শরৎকুমারীকে এই অরণ্যমধ্যে রাখিয়া গমন করিব। যদ্যপি সমভিব্যাহারে লইয়া যাই, তাহা হইলেও নানাপ্রকার বিপদ ও ক্লেশের সম্ভাবনা. রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র সস্ত্রীক অরণ্যে গমন করিয়া নানাপ্রকার বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজমহিষীর অনুরোধ অন্যথা করা উচিত নহে, বিশেষতঃ আমাদিগের বংশে চিরন্তনী এই প্রথা আছে যে কেহ কখন পরের উপকারার্থে প্রাণদান করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। এক্ষণে যদি ভার্য্যাকে জাগরিত করিয়া বিদায় লইতে যাই তাহা হইলে তিনি আমার অনুগমন করিতে চাহিবেন সন্দেহ নাই। এই প্রকার ভাবিয়া শরৎকুমারীর নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় ধীরে ধীরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

অনন্তর হস্তে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নীকে বনদেবতা-দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজমহিষীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। নিশাবসানে নিশাচরাবরুদ্ধ আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখি-লেন, প্রকাণ্ড শরীর ক্রব্যাদ যজ্ঞীয় সামগ্রী লুণ্ঠন প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে রাজকুমার তৎক্ষণাৎ আপনাকে কৃতকার্য্যপ্রায় জ্ঞান করিয়া শরাসনে সুতীক্ষ্ণ শর যোজন করিলেন এবং বিকটাকৃতি রাক্ষসের বিশাল বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া শস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর সূর্য্যকান্তের অমোঘশস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া অতি ভীষণ চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ঋষি রাজকুমারের অসামান্য পরাক্রম দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর রাজকুমার তপোধনের চরণারবিন্দে প্রণতি পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি ভার্য্যাকে না বলিয়া এই স্থানে আসিয়াছি, তিনি আমার অদর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্না হইয়া থাকিবেন, অতএব এক্ষণে আমি বিদায় হই। এই বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ ঋষির আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে শরৎকুমারী জাগরিত হইয়া স্বসমীপে পতিকে না দেখিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং ধূলিতে

ধূসরিত হইয়া শিরে করাঘাত করিয়া মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি আমাকে একাকিনী এই আশ্রমে রাখিয়া কোথায় গেলে, তোমার বিচ্ছেদে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইতেছে, তোমার মুখচন্দ্র দর্শন না করিয়া দশদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি, তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তোমার বিচ্ছেদে ক্ষণকাল যুগসহস্রের ন্যায় বোধ হইতেছে, তুমি বলিয়াছিলে যে আমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না, তবে কি দোষে এদাসীকে পরিত্যাগ করিলে। আমি কখন মনেতেও তোমার অপ্রিয় কর্ম্ম করি নাই তবে কেন অভাগিনীকে সহায়হীনা করিয়া গেলে। জীবিতেশ্বর! কোথায় গেলে, শীঘ্র দেখা দিয়া প্রণয়িনীর প্রাণ রক্ষা কর, নাথ! তুমি আমাকে তিলেক না দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিতে না, এক্ষণে কিরূপে এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে। কান্ত! আমার প্রাণ যায়, ত্বরায় দেখা দিয়া আমার মোহান্ধকার বিনষ্ট কর। আর্য্যপুত্র! তোমার বিরহে এই অশোকবৃক্ষও কুসুমবর্ষণছলে অশ্রুপাত করিতেছে, ও আশ্রমস্থ সমস্ত পশুপক্ষিরাও প্রমোদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রিয়তম! তোমার অকপট সৌহার্দ্দ কোথায় গেল, আমি এক্ষণে কাহার শরণাপন্ন হইব। হায়! আমার কি হইল

হায়! এতদিনের পর আমাকে স্বামীর বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইতে হইল। হায়! আমি কেন মাতৃগর্ভে বিলীন না হইলাম, বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? হে ধর্ম্ম! আমি যে এত-দিন ভক্তি ভাবে পতি সেবা করিলাম তাহার কি এই প্রতি-ফল ফলিল। ইত্যাদি আর্ত্তনাদ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি পুণ্ডরী-কাক্ষের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি শিষ্যগণ সমভি-ব্যাহারে শরৎকুমারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সমাধিবলে তাঁহার বিলাপের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন, বৎসে! তোমার চিন্তা কি, তুমি আমার স্নেহপাত্রী তুমি নির্ভয় চিত্তে শোক সম্বরণ কর। আমি তোমার পতিকে ত্বরায় আনাইতেছি। এইরূপ বিবিধ প্রকার বাক্য দ্বারা রাজকুমারীকে সান্ত্বনা করিয়া মালতীকে বলিলেন, তুমি রাজকন্যার মুখপ্রক্ষালনের নিমিত্ত শীঘ্র সুশীতল বারি আনয়ন কর।

অনন্তর নীলোৎপলনামক শিষ্যকে বলিলেন, বৎস! পদ্ম-মুনি এক সন্তানার্থী নৃপতির জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করি-য়াছেন, কিন্তু একদুর্দ্দান্ত নিশাচর তাঁহার আশ্রমে আসিয়া যজ্ঞ বিঘ্ন করাতে তিনি রাজকুমারকে তন্নিবারণার্থ নিশাযোগে তথায় লইয়া গিয়াছেন। সূর্য্যকান্ত অদ্য প্রাতে সেই দুরন্ত রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ করিয়া আমার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন

করিতেছেন. অতএব তুমি ত্বরায় তাঁহাকে লইয়া আইস। মহর্ষি শিষ্যকে প্রেরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থানকরিলেন।

কিন্তু শরৎকুমারীর তাপিত হৃদয় কোন ক্রমেই তপোধনের প্রবোধ বাক্যে সুশীতল হইল না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি ঋষিরাজ, আশ্রমে স্ত্রীহত্যা হইবে বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিয়া গেলেন, যাহা হউক আমাকে পতির প্রত্যাগমনাশয়ে নিরাশ হইতে হইল সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া মালতীকে অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিতে লাগিলেন সখি! প্রাণেশ্বর কোথায় রহিলেন, আমি তাঁহার প্রফুল্ল মুখারবিন্দ দর্শন না করিয়া আর প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ নহি। আমি তাঁহার নিকটে কখন কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি যদি এক্ষণে তাঁহার শোকে প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে জনক জননী এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই উন্মত্তপ্রায় হইবেন। মালতি! আমি উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছি, কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজকন্যা এই প্রকার খেদ করিতেছেন এমন সময়ে সূর্য্যকান্ত নীলোৎপল সমভিব্যাহারে পর্ণশালার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎকুমারী স্বামীকে দর্শন মাত্র মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ব্যজনাদি দ্বারা তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইলে পর তিনি বাষ্পাকুললোচনে পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। প্রাণেশ্বর! তুমি কিরূপে এই হতভাগিনীকে নিদ্রাবস্থায় একাকিনী ফেলিয়া গমন করিয়াছিলে, যদ্যপি তোমার যাইবার নিতান্তই অভিলাষ ছিল, তবে কেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া না গেলে। তুমি সত্য করিয়াছিলে যে আমাকে কথনই নয়নান্তর করিবে না, তবে কেমন করিয়া আমাকে এই ভীষণ সিংহ শার্দ্দূলসঙ্কুল অরণ্যে রাখিয়া গেলে, আমি যে তোমার এত দিন ভক্তিভাবে চরণ সেবা করিয়াছিলাম, তাহার কি এই ফল? বুঝিলাম তোমার হৃদয় অতি কঠিন।

সূর্য্যকান্ত শরৎকুমারীর এই সকল বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, চন্দ্রবদনে! আমি যে কারণে তোমাকে না বলিয়া গমন করিয়াছিলাম তজ্জন্য কোনক্রমেই অপরাধী হইতে পারি না। আমি তোমাকে বলিয়া গেলে, তুমি আমার অনুগমন করিতে উদ্যত হইতে অথবা আমার গমনের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সন্দেহ নাই। যাহাহউক, এক্ষণে গতানুশোচনার প্রয়োজন নাই, যদি আমার এবিষয়ে দোষ থাকে মার্জ্জনা করিয়া প্রসন্ন হও। রাজকুমার এইরূপে পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া সে দিবস আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারী গাত্রোত্থান করিয়া মহর্ষির নিকট বিদায় লইয়া রথে আরোহণ করিলেন। সারথি দ্রুত বেগে রথ চালনা করিতে লাগিল। তাঁহারা অনতিবিলম্বে হীরাকর নগরের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যকান্তের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নগরবাসিদিগের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না রাজা ও মহিষীর নয়ন আনন্দবাষ্পে পরিপ্লুত হইল। সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারী ক্রমে ক্রমে নগরের মধ্যবর্ত্তী রাজপথে সমাগত হইলেন।

নগরবাসীরা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরবধূ অবলোকন করিতে চলিল। কামিনীগণ বরবধূ দর্শনার্থ একান্ত উৎসুক হইয়া আপন আপন আরব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইল, কোন যুবতী অলক্ত পরিতেছিল, তাহা সমাপ্ত না হইতে হইতেই বরবধূ দেখিতে গমন করিল। কেহবা কেশ বন্ধন করিবার অবকাশ না পাইয়া শিথিলিত কেশে প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া একদৃষ্টে পথ নিরীক্ষণে চাহিয়া রহিল। কেহবা গবাক্ষ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া নিমেষশূন্য লোচনে বরবধূর অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিতে লাগিল। কামিনীগণের অঙ্গ শোভায় ও বরবধূর রূপলাবণ্যে নগর শোভাময় ও লাবণ্যময় হইয়া উঠিল। রামাগণ রাজকুমার ও রাজকুমারীর মোহিনী

মূর্ত্তি দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, আহা, এরূপ পুরুষ ও স্ত্রীরত্ন ত কখনই দেখিনাই, অদ্য আমাদিগের নয়ন সার্থক হইল। ভাগ্যে রাজকন্যা স্বয়ম্বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সুকুমার রাজকুমার এতাদৃশ দুর্ল্লভ স্ত্রীরত্ন লাভ করিলেন। বিধাতা বুঝি ইঁহাদিগকেই পুরুষনিধি ও স্ত্রীরত্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। রাজকুমারীকে ধন্যা বলিতে হইবে সন্দেহ নাই, বহু রাজার মধ্যে সুবিদ্বান্ পুরুষ মনোনীত করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সহজ কর্ম্ম নহে। বরবধূ ক্ষণকাল পরে বিলাসিনীগণের দৃষ্টির অগোচর হইয়া রাজভবন দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য নারীগণ বরবধূকে দেখিবামাত্র মঙ্গলাচরণ করিতে করিতে নরপতির সমীপে লইয়া গেলেন। রাজা প্রণত পুত্র ও পুত্র বধূকে অবলোকন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিলেন, অদ্য তোমাদিগকে দেখিয়া আমার নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত হইল ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত ফলিল। আমি এত দিনে মানব জন্মকে সফল জ্ঞান করিলাম। আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমরা শতায়ুঃ হইয়া সুখে কালক্ষেপ কর। রাজকুমার ও রাজকন্যা ক্ষণকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া মহিষীর নিকট গমন ও ভক্তিপূর্ব্বক

তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রবৎসলা রাজ্ঞীর, পুত্রকে বধূসমেত দেখিয়া আনন্দের আর সীমা রহিল না, তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে স্বসমীপে বসাইয়া স্নেহ বচনে সূর্য্যকান্তকে বলিলেন, বৎস! অদ্য তোমাকে বধূসহ দেখিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, আজি গুরুজনের আশীর্ব্বাদ সফল হইল, আজি আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইল, আমি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, যে তুমি নির্ব্বিঘ্নে ভূভার বহন ও প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন কর। রাজকুমার ও রাজকুমারী এইরূপে সমস্ত পৌর কামিনীগণকে দর্শন দিয়া আনন্দিত করিলেন। সে দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইল।

প্রভাত হইলে সূর্য্যকান্ত পিতার নিকট মৃগয়া বিহারাভিলাষ প্রকাশ করিলেন। নৃপতি মৃগয়ার বহুবিধ গুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। রাজকুমার ধনুর্ব্বাণ হস্তে গ্রহণ করিয়া বেগগামি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বহুসংখ্য অস্ত্রধারী পুরুষ, সুশিক্ষিত হস্তী ও কুক্কুরাদি সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়াযোগ্য অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন, প্রকাণ্ড শার্দ্দূলসকল নির্ভয়ে লম্ফ প্রদান করিতেছে বৃহদাকার গণ্ডার ও বরাহগণ সপঙ্ক পললে শয়ন

করিয়া আছে। করাল কেশরিগণ স্থিরচিত্তে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, মৃগকুল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, বন্য হস্তী ও মহিষকুল দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে, ভল্লুকেরা প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ডোপরি আরোহণ করিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতেছে, বন মার্জ্জারসকল বন মূষিকদিগকে ধরিবার আশয়ে বিবরোপরি বসিয়া আছে।

সূর্য্যকান্ত এই ভীষণ হিংস্র জন্তু পূর্ণ গহনে প্রবেশ করিয়া শরাসনে নিশিত সায়কসন্ধান পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে শর নিক্ষেপ দ্বারা অসংখ্য বন্য পশুর প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন, কোন কোন করিবৈরী রাজকুমারের ধনুর্নিনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল, সূর্য্যকান্ত অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাদিগকে শর দ্বারা বৃক্ষের সহিত বিদ্ধ করিলেন, কোন কোন বন্য করিবরের শুণ্ডে শর নিক্ষেপ করাতে তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া রাজকুমারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু রাজপুত্র তদ্দর্শনে ভীত না হইয়া বারিধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগের উদ্যম বিফল করিয়া দিলেন, কোন কোন কুঞ্জরের প্রাণ সংহার না করিয়া কৌশল ক্রমে ধরিলেন।

এই প্রকারে মৃগয়া বিহার করিতে করিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইয়া উঠিল। রবি গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন, সূর্য্যের আতপে বনস্থ পক্ষিগণ নিস্তব্ধ হইল, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ চাতকেরা কাতরস্বরে ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল, রাজকুমারের অঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইল, শিকারী কুক্কুরগণ লোলজিহ্ব হইয়া ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তুরঙ্গমের গাত্র হইতে অনবরত ঘর্ম্মবারি বিনির্গত হইতে লাগিল, রাজকুমার রৌদ্রে একান্ত ক্লান্ত হইয়া সমভিব্যাহারি ব্যক্তিদিগের সহিত বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন, তথায় মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নান ভোজনাদি সমাপন করিয়া বিশ্রামার্থ শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন।

শরৎকুমারী।

—ঃ*ঃ—

পঞ্চম সর্গ।

কিয়দ্দিবস অতীত হইলে মহারাজ নীলকান্ত পুত্রকে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত দেখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজকুমারের অভিষেক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রজারা আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইল। অভিষেকের দ্রব্যসামগ্রী সকল প্রস্তুত হইলে নরপতি শুভদিনে শুভলগ্নে পুত্রহস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিলেন। রাজপুরোহিত মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা সূর্য্যকান্তের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরিশেষে মহারাজ নীলকান্ত বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক সস্ত্রীক তপোবনে গমন করিয়া জীবনের শেষভাগ যাপন করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যকান্ত পিতৃদত্ত সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুনিয়মে রাজ্যপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজাগণ তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় বশীভূত হইল। তিনি সস্নেহ ব্যবহার করিয়া প্রজাগণকে এরূপ অনুরক্ত করিলেন,

যে তাহাদিগকে প্রাচীন ভূপতির সদ্গুণ স্মরণ করিয়া কিছু-মাত্র অনুতাপ করিতে হইল না। তাঁহার সুশাসন প্রভাবে প্রজাগণ অহরহ সুখানুভব করিতে লাগিল। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যে দস্যু তস্করাদি ও দুষ্ট লোকের কিছুমাত্র উপ-দ্রব রহিল না। বসুমতী তাঁহাকে পতিলাভ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন। তিনি কাম, ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপুবর্গকে জয় করিয়া সুখে রাজ্য ভোগ, ও কি প্রধান কি নিকৃষ্ট সকলের প্রতি তুল্য দৃষ্টি করিয়া অসামান্য প্রতি-পত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি পৈতৃক নীতিবিশারদ বহুদর্শী মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে এবং আপন অবিচলিত অধ্যবসায় ও বুদ্ধি সহকারে রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যুবরাজ পিতার ন্যায় প্রজাবৎসল হইয়াছিলেন এবং অসৎপথে ঘৃণা, সন্মার্গে অনুরাগ ও নিরন্তর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।

একদা মহারাজ সূর্য্যকান্ত অন্তঃপুর মধ্যে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! চন্দ্রপুর নগর হইতে এক বার্ত্তাবাহক আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে, যদ্যপি অনুমতি হয়, এখানে আইসে। সূর্য্যকান্ত প্রতিহারীর বাক্য শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, শীঘ্র তাহাকে

এই স্থানে লইয়া আইস। প্রতিহারী আজ্ঞানুসারে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারী সমাগত বার্ত্তাবাহককে প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে তথাকার পরিজনদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রণতিপূর্ব্বক বলিল,আপনাদিগের বহুদিবসাবধি কোন সংবাদ না পাইয়া নৃপতি ও মহিষী অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ মালতী ও সারথির প্রত্যাগমনের বিলম্ব দর্শনে নানাপ্রকার বিপদের আশঙ্কা করিয়া এরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, যে সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নিতান্ত উন্মনাঃ থাকেন। সূর্য্যকান্ত বার্ত্তাবাহক প্রমুখাৎ এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মালতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমিত এই সকল সংবাদ অবগত হইলে, অতএব এক্ষণে আমাদিগের কুশল সমাচার লইয়া ত্বরায় চন্দ্রপুর নগরে গমন কর। এই কথা বলিয়া বার্ত্তাবাহক ও মালতীকে বহুতর মহামূল্য দ্রব্য পারিতোষিক দিলেন। তাহারা সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারীকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া চন্দ্রপুর নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

কিয়দ্দিবস পরে সূর্য্যকান্ত ষড়্বিধ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে সৈন্যগণের কলরবে, মাতঙ্গের বৃংহিতে তুরঙ্গের হেষারবে, তুরী, ভেরী, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যের শব্দে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত

হইল। কিয়ৎকাল মধ্যে ক্রমশঃ বীথিকা গজবাজী পদাতিক প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদিগের দলনে মেদিনী কম্পমানা হইতে লাগিল। এবং সেনাযান পদোত্থাপিত রজোরাশি গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। এইরূপে রাজা যে যে স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলেন তত্রত্য ভূপালদিগকে পরাভূত করিয়া আত্মবশে আনিতে লাগিলেন।

যে রাজা তাঁহার প্রতি বলপ্রকাশ করিল তাহার সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে নিস্ত্রিংশ দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন যে ভূপতি পরাজিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল, তাহাকে রাজ্যচ্যুত না করিয়া বরং যথোচিত সম্মান প্রদান করিলেন, কোন কোন নৃপতিদিগের সহিত সংগ্রাম করিতেও হইল না, তাহারা অসংখ্য সৈন্য দর্শনে ভীত হইয়া চরণে শরণাগত হইল। যুবরাজ সূর্য্যকান্ত এই প্রকারে দিগ্বিজয় ব্যাপার পরিসমাপনানন্তর সসাগরা ধরার একাধিপত্যলাভ করিয়া স্বীয় রাজধানী হীরাকর নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে জয়লব্ধ দ্রব্যাদির মধ্যে আপনি কতক রাখিয়া অবশিষ্ট অমাত্য ও সৈন্য সামন্তদিগকে পুরস্কার দিলেন।

কিছুদিন পরে শরৎকুমারীর গর্ভ সঞ্চার হইল। তিনি গর্ভধারণ করিয়া মেঘাচ্ছন্ন সুধাংশুশালিনী যামিনীর ন্যায় মনোহারিণী শ্রীধারণ করিলেন। দিন দিন গর্ভের উপচয়

প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শরীর অবসন্ন ও পাণ্ডুবর্ণ হইল পয়োধরের অগ্রভাগ নীলবর্ণ হইয়া উঠিল। মুখে সর্ব্বদা জৃম্ভণ ও জল উঠিতে লাগিল। মৃত্তিকায় শয়ন ও মৃত্তিকা ভক্ষণ ব্যতিরেকে আর অন্য কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অভিলাষ রহিল না। পত্নীর গর্ভ লক্ষণ দর্শনে যুবরাজ সূর্য্যকান্ত আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। শরৎকুমারী অরুচি নিবৃত্তির জন্য যখন যাহা আহার করিতে অভিলাষ করিতেন, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহা আনয়ন করিয়া দিতেন, পরে রাজা নিয়মিত সময়ে পুংসবনাদি কার্য্য মহাসমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিলেন। ক্রমে ক্রমে শরৎকুমারীর গর্ভ দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল, অনন্তর দশম মাসে শুভদিনে শুভলগ্নে ও শুভক্ষণে মহিষী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন।

নৃপতির পুত্রসন্তান হইয়াছে, শুনিয়া নগরবাসী লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, প্রজাগণ গৃহে গৃহে আনন্দোৎসব করিতে লাগিল, রাজবাটীর স্থানে স্থানে নৃত্য গীত ও বাদ্য আরম্ভ হইল। নৃপতিও পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অকাতরে অনাথ দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতিকে ধন দান করিতে লাগিলেন। যে যাহা প্রার্থনা করিল, তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

অনন্তর রাজা শুভ লগ্ন স্থির করিয়া সন্তানের মুখকমল দর্শনার্থ অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। সূতিকাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে কুমার প্রসবাগার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। রাজা যতবার পুত্রের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিলেন, ততই তিনি নব নব আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। কুমারকে সুলক্ষণ সম্পন্ন দেখিয়া নৃপতি আপনাকে অতিশয় সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। রাজকুমার কৃতসংস্কার হইয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পুত্রের রমণীয় রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার রমণীকান্ত নাম রাখিলেন।

পরে রাজকুমার যখন দুই এক পদ গমন করিতে সমর্থ হইলেন, ও অপরিস্ফুট মধুর বচনে যখন জনক জননীকে সম্বোধন করিতে শিক্ষা করিলেন, তখন নৃপতি ও মহিষী আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে সমুচিত সময়ে রাজকুমারের চূড়াকরণ প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন হইল। মহারাজ সূর্য্যকান্ত পুত্রের বিদ্যাভ্যাসের কাল সমাগত দেখিয়া বহুবিদ্যা পারদর্শী এক অধ্যাপক আনয়ন করিয়া শুভদিনে তনয়কে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলেন। রাজসুত এরূপ বুদ্ধিমান ছিলেন, যে স্বল্প দিবসের মধ্যে বর্ণপরিচয় সমাপ্ত করিয়া ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য

তাঁহার সাতিশয় প্রখর বুদ্ধি দর্শনে প্রযত্নাতিশয় সহকারে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকুমারও শ্রম-বিমুখ না হইয়া অল্পকালের মধ্যে সমুদায় শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া শিক্ষকের শিক্ষা প্রদান যত্ন সফল করিলেন।

কিছু দিন পরে রাজকুমারের বাল্যকাল অতীত ও যৌবন কাল আগত হইল, তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া অধিকতর রমণীয় শ্রীধারণ করিলেন। ভূপতি মহা সমারোহে পুত্রের উদ্বাহ সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া, আপনি বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বগুণান্বিত যুবরাজ রমণীকান্তের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করিলেন। অবশেষে সূর্য্যকান্ত ও শরৎকুমারী নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিরসে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

Printed by J. N. Banerjee at the Banga Hitaisi Press,
19, Ratun Mistrees' Lane, Calcutta.
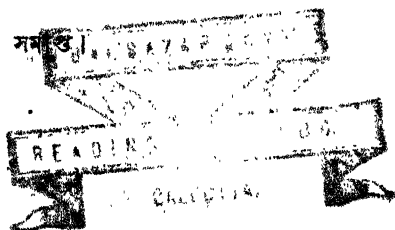
বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক নং ১৯ রতন মিস্ত্রির লেনস্থ বঙ্গ-হিতৈষী যন্ত্রে ও বহুবাজার ষ্ট্রিট সুঁড়িপাড়ার থানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।